গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সহ-মহা ব্যবস্থাপক (বাণিজ্য), শিমুলিয়া ঘাট

এবং

চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্পোরেশন
এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

১ জুলাই, ২০১৮ - ৩০ জুন, ২০১৯

উপক্রমণিকা (Preamble)

সরকারি দপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০২১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

সহ-মহা ব্যবস্থাপক (বাণিজ্য), শিমুলিয়া ঘাট

এবং

চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন কর্পোরেশন

এর মধ্যে ২০১৮ সালের জুন মাসের ২৪ তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন ঃ

ফেরি সার্ভিস ইউনিট, শিমুলিয়া ঘাট এর কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র

(Overview of the Performance of Ferry Service Unit, Shimulia Ghat

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনা

❖ সাম্প্রতিক বছর সমূহের (৩ বছর- ২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭ ও ২০১৭-১৮) প্রধান অর্জনসমূহ

বিআইডব্লিউটিসি পরিচালিত শিমুলিয়া ফেরি সেক্টরটি দেশের একটি অন্যতম ও ব্যস্ততম ফেরি সেক্টর। এ ফেরি সেক্টরের মাধ্যমে রাজধানী ঢাকার সাথে দক্ষিণাঞ্চলের জেলাগুলোর সহজ ও সময় সাশ্রয়ী সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপিত হয়েছে। বিগত ৩ (তিন) বছরে অর্থাৎ ২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭ ও ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এ ফেরি সেক্টরে পারাপারকৃত যানবাহনের সংখ্যা যথাক্রমে ৭.৪৫ লক্ষ, ৮.৫২ লক্ষ ও ৯.০০ লক্ষ। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে এ সেক্টরে ১০২.০০ কোটি টাকা রাজস্ব আয় হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এ সেক্টরে ১১০.০০ কোটি টাকা রাজস্ব আয় হয়েছে যা পূর্ববর্তী অর্থ বছর অর্থাৎ ২০১৬-১৭ অর্থবছর হতে ৮.০০ কোটি টাকা বেশী।

বিগত ৩ বছরে ফেরি সেক্টরে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ফেরি সংযোজন করার ফলে দেশের অর্থনৈতিক কলেবর বৃদ্ধির সাথে ফেরি ঘাটে ক্রমবর্ধিত যানবাহন পারাপারের চাপ মোকাবেলা করা সম্ভব হয়েছে এবং সংস্থার রাজস্ব আয়ও বৃদ্ধি পেয়েছে। পুরাতন ডাম্ব প্রতিস্থাপনকল্পে ২টি উন্নতমানের কে-টাইপ ফেরি নির্মাণাধীন রয়েছে। মিডিয়াম ফেরি 'কুমিল্লা' ও 'ঢাকা' পুনর্বাসন করে সার্ভিসে নিয়োজিত করা হয়েছে। ছোট গাড়ী ও ভিআইপি গাড়ী পারাপারের জন্য আলাদা লেনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভিআইপি পারাপারের লক্ষ্যে ভিআইপি ঘাট স্থাপন করা হয়েছে। শিমুলিয়া অফিস আঙ্গিনার বাউন্ডারি ওয়াল রেকার শেড ও ফেরি ঘাট এলাকা সি সি ক্যামেরার আওতায় আনা হয়েছে। প্রতিদিনের অর্জিত রাজস্বেও নিরাপত্তার জন্য অফিস বাউন্ডারির ভিতর আনসারদের আবাসন নির্মাণ করা হয়েছে। শিমুলিয়া ফেরি সেক্টরের কাঁঠালবাড়ী প্রান্তে ইতোপূর্বে ১টি রেকার স্থাপন করা হয়। শিমুলিয়া প্রান্তে ইতোপূর্বে স্থাপিত রেকারটি সম্প্রতি প্রতিস্থাপন করে ৪০টন ক্ষমতা সম্পন্ন ১টি আধুনিক রেকার স্থাপন করা হয়েছে।

❖ সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ

ফেরি রুটের নাব্যতা সংকট এ সেক্টরের প্রধানতম সমস্যা। পুরাতন ফেরিগুলোর যথাযথ ও সময়ানুগ রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে সচল রাখা, পুরাতন ডাম্ব ফেরিগুলো প্রতিস্থাপন, নদীর গতিধারা পরিবর্তনের ফলে ফেরিঘাটের ভাঙ্গন, নদী তীরবর্তী এলাকা ভাঙনের ফলে অব্যাহতভাবে ফেরি ঘাট স্থানান্তর, রেকার ও ওয়েব্রীজ স্কেল পরিচালনা এবং মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় বাজেটের অভাব ও নৌ-যান মেরামতে নিয়োজিত জনবলের অপর্যাপ্ততা, ফেরি ঘাটের অবকাঠামো উন্নয়ন এ খাতের জন্য উল্লেখ্যযোগ্য চ্যালেঞ্জ।

❖ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

ফেরি সেক্টরের পুরাতন ডাম্ব ফেরি ও ছোট ফেরিগুলো প্রতিস্থাপনের লক্ষ্যে ইমপ্রুভড্ কে-টাইপ ফেরি, ইমপ্রুভড্ ইউটিলিটি ফেরি, মিনি ইউটিলিটি ফেরি নির্মাণ/ সংগ্রহ এবং পুরাতন ফেরি ও পন্টুনগুলোর পুনর্বাসন করার পরিকল্পনা রয়েছে।

ঢাকা-মাওয়া মহাসড়ক ৪ লেনে উন্নীতকরণের কাজ চলমান থাকায় কেরাণীগঞ্জে স্থাপিত ওয়েব্রিজ স্কেলটি অপসারণ করে শিমুলিয়া ঘাটের কাছাকাছি প্রতিস্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। কাঁঠালবাড়ী ঘাটে শিমুলিয়ার ন্যায় ১টি রেকার শেড স্থাপনের কাজ চলছে।

❖ ২০১৮-১৯ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জন সমূহ

- সম্ভাব্য ৯.৫০ লক্ষ যানবাহন পারাপার।
- সম্ভাব্য ১২০.০০ কোটি টাকা রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন।
- ডাম্ব ফেরি প্রতিস্থাপনকল্পে ২টি উন্নত মানের কে-টাইপ ফেরি নির্মাণ সম্পন্ন শেষে সার্ভিসে নিয়োজিতকরণ।

OK

সেকশন ১:

রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives) এবং কার্যাবলি (Functions)

১.১ রূপকল্প (Vision) :

অভ্যন্তরীণ ও উপকূলীয় নৌ-পথে নিরাপদ, পরিবেশবান্ধব, সাশ্রয়ী যাত্রী ও পণ্য পরিবহন এবং যানবাহন পারাপার।

১.২ অভিলক্ষ্য (Mission):

নৌ-পথে যাত্রীবাহী জাহাজ ও পণ্যবাহী জলযান পরিচালনার মাধ্যমে দেশের মূল ভূখন্ড ও দ্বীপাঞ্চলের মধ্যে নিরাপদ যাত্রী ও মালামাল পরিবহন এবং নিরবচ্ছিন্ন সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা রক্ষায় দক্ষ ফেরি সার্ভিস পরিচালনা।

১.৩ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives)

১. যানবাহন পারাপারের সক্ষমতা অর্জন।

২. প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন।

৩. ফেরি ঘাটের অবকাঠামো উন্নয়ন।

১.৪ কার্যাবলি (Functions):

- শিমুলিয়া ফেরি সেক্টরের সার্বিক ব্যবস্থাপনা এতদসংশ্লিষ্ট কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ।
- শিমুলিয়া ফেরি সেক্টরের নৌ-যানসমূহের ব্লক তৈরী।
- ফেরি চলাচলের জন্য বরাদ্দ ছক তৈরী।
- অফিস ও ঘাট কার্যাবলি পরিচালনা।
- স্থানীয় প্রশাসন, পুলিশ বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট জেলা অফিসের সাথে যোগাযোগ রক্ষা।
- ভিআইপি, ভিভিআইপি পারাপার নিশ্চিতকরণ।
- ফেরি সার্ভিস পরিচালনা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি সম্পাদন।

সেকশন ২

কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ

কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of Strategic Objective)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicator)	প্রকৃত অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা/ নির্ণায়ক ২০১৮-১৯ (Target/Creiterial Value for FY 2018-19)					প্রক্ষেপন (Projection) (২০১৯-২০)	প্রক্ষেপন (Projection) (২০২০-২১)
								অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
						২০১৬-১৭	২০১৭-১৮*	১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)	(১৪)	(১৫)
বিআইডব্লিউটিসি'র কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ														
১। যানবাহন পারাপারে সক্ষমতা অর্জন	৩০	[১.১] ফেরি নির্মাণ/ সংগ্রহ	[১.১.১] ২টি উন্নতমানের কে-টাইপ ফেরি নির্মাণ কাজের ১০% সম্পাদিত	%	১০	১৫%	১৫%	১০	৯	৯	৮	৮	-	-
		[১.২] অধিক হারে যানবাহন পারাপার	[১.২.১] পারাপারকৃত বর্ধিত যানবাহন	সংখ্যা লক্ষে	২০	৮.৫২	৯.০০	৯.৫০	৯.৪০	৯.৩০	৯.২০	৯.১০	৯.৭০	-
২। প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন	৩০	[২.১] ফেরি সার্ভিসের মাধ্যমে অর্জিত রাজস্ব আয় বৃদ্ধি	[২.১.১] বর্ধিত রাজস্ব আয়	কোটি টাকা	৩০	১০২.০০	১১০.০০	১২০.০০	১১৮.০০	১১৬.০০	১১৪.০০	১১০.০০	১৪০.০০	-
৩। ফেরি ঘাটের অবকাঠামো উন্নয়ন	২০	[৩.১] কাঁঠালবাড়ী ঘাটে ১টি রেকার শেড স্থাপন	[৩.১.১] স্থাপিত ১টি রেকার শেড	তারিখ	১০	-	-	১/৯/১৮	২১/৮/১৮	১৫/৮/১৮	৭/৮/১৮	১/৮/১৮	-	-
		[৩.২] কেরাণীগঞ্জের ওয়েব্রীজ স্কেল শিমুলিয়া ঘাটের কাছাকাছি প্রতিস্থাপন	[৩.২.১] প্রতিস্থাপিত ওয়েব্রীজ স্কেল	তারিখ	১০	-	-	১/১০/১৮	২১/৯/১৮	১৫/৯/১৮	৭/৯/১৮	১/৯/১৮	-	-
মোটঃ	৮০				৮০	-								

কলাম-১৫ পূরণে পদ্মা সেতু চালুর বিষয়টি বিবেচনায় রাখা হয়েছে।